98334 - যে ব্যক্তি বলনে আরাফার দনি রোযা রাখা সুন্নত নয় তার অভমিতরে প্রত্যুত্তর

প্রশ্ন

আমাদরে এক শাইখ বলনে: আরাফার দনি রোযা রাখা সুন্নত নয়; এ দনি রোযা রাখা নাজায়যে। আশা করি, আপনারা এ প্রশ্নটরি জবাব দবিনে। কনেনা সে শাইখ এমন কছিু প্রচারপত্র বলিি করছনে যার মাধ্যমে তনিি আরাফার দনি রোযা রাখতে নষিধে করছনে। আশা করব, আপনারা জবাব দবিনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যারা হাজী নন তাদরে জন্য এই দনি রোযা রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আবু কাতাদা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দনিরে রোযা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: "বগিত ও আগত বছররে পাপ মোছন কর"[সহহি মুসলমি (১১৬২), সহহি মুসলমিরে অন্য এক বর্ণনায় আছ: আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি যে, আগরে বছররে ও পররে বছররে গুনাহ মোছন করব]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৪২৮) বলনে -যটেি শাফয়েি মাযহাবরে কতিাব-: "এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছ- ইমাম শাফয়েি ও ছাত্ররা বলনে: যারা আরাফায় নইে তাদরে জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা মুস্তাহাব"।

পক্ষান্তর, হজ্জপালনকারী যনিি আরাফার ময়দানে হাজরি তার ব্যাপারে মুখতাসার গ্রন্থে রয়ছেে ইমাম শাফয়েি ও মাযহাবরে অন্য আলমেগণ বলনে: উম্মে ফযল এর হাদসিরে ভত্তিতিে তার জন্য সদেনি রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। আমাদরে অন্য একদল আলমে বলনে: হজ্জপালনকারীর জন্য এই দনি রোযা রাখা মাকরুহ। যারা এ অভমিত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেনে তারা হচ্ছ- দারমী, বন্দানজি, মুহামলিি 'আল-মাজমু' গ্রন্থে, গ্রন্থকার 'তানবীহ' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলমেগণ"[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনী' গ্রন্থে (৪/৪৪৩) বলনে যটেি হাম্বলি মাযহাবরে গ্রন্থ: "এটি একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ দনি। পবত্রি ঈদরে দনি। এর মর্যাদা মহান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়ছেে য, এ দনিরে রোযা দুই বছররে গুনাহ মোছন কর।"[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) 'আল-ফুরু' নামক গ্রন্থে (৩/১০৮) বলনে:

"এটি একটি মহান ও সম্মানতি দনি। পবত্রি ঈদরে দনি। এর মর্যাদা অনকে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

থকেে সহহি হাদসিে এসছে- এ দনিরে রোযা এক বছররে গুনাহ মোছন করে।”[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে (৩/১০৮) বলনে- এটি হাম্বলি মাযহাবরে কতিাব-: যলিহজ্জরে দশদনি রোযা রাখা মুস্তাহাব। ৯ তারখিরে রোযাটি সবচয়েে বশেি তাগদিপূর্ণ। এ দনিটি হচ্ছে- আরাফার দনি। ইজমার মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত।[সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাবরে কতিাব ‘বাদায়উেস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৭৬) গ্রন্থকার ‘কাসানি’ বলনে:

“যারা হাজী নন তাদরে জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দনিে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে অনকে হাদসি বর্ণতি হওয়ার কারণে। কারণ অন্যদনিগুলোর উপর এদনিরে বশিষে মর্যাদা রয়ছে। হাজীর জন্যওে এদনিরে রোযা রাখা মুস্তাহাব; যদি রোযা রাখার কারণে হাজী দুর্বল হয়ে আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করা থকেে বাধাগ্রস্ত না হয়। যহেতেু রোযা রাখার মাধ্যমে এ দুটো নকেকাজ একত্রে আদায় করা যায়। আর যদি রোযা রাখতে গয়িে হাজী দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ। কারণ এদনিে রোযা রাখার ফযলিত অন্য বছর অর্জন করা সম্ভব; স্বভাবতঃ সম্ভব হয়। কন্তিু, আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করার ফযলিত সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমানরে ক্ষত্রেে জীবনে একবাররে বশেি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই সে ফযলিতটি অর্জনে সচষ্টে হওয়া উত্তম।”

মালকেী মাযহাবরে আলমে খরিাশী কর্তৃক রচতি ‘শারহু মুখতাসার খলিল’ রয়ছে:

“হজ্জ না করলে আরাফার দনিে রোযা রাখা এবং যলিহজ্জরে দশদনি রোযা রাখা” ব্যাখ্যা: গ্রন্থকাররে উদ্দশ্যে হচ্ছে- যনিি হাজী নন তার জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর হাজীর জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব; যাতে করে দোয়া করার জন্য শক্তি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জরে সময় রোযা রাখনেনি।”[সমাপ্ত]

‘হাশয়িাতুদ দুসুকী’ গ্রন্থে এসছে-

অতঃপর তাঁর কথা: ‘এবং আরাফার দনিে রোযা রাখা মুস্তাহাব...’ এর উদ্দশ্যে হচ্ছে- আরাফার দনিে রোযা রাখা জোরালো-মুস্তাহাব; নচেৎ রোযা রাখাটাই একটি মুস্তাহাব আমল।”

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: আরাফার দনি হজ্জপালনকারী নন ও হজ্জপালনকারীর জন্য রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তরে তনিি বলনে: যনিি হজ্জপালন করছনে না তার জন্যে আরাফার দনি রোযা রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দনি রোযা রাখা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: “আমি আল্লাহর নকিট প্রত্যাশা করছি যে, বগিত বছর ও পরবর্তী বছররে গুনাহ মার্জনা করবে।” অন্য এক রওেয়ায়তেে আছে “গত বছর ও

পররে বছররে গুনাহ মার্জনা করবে।”

পক্ষান্তরে, হাজীদরে জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা সুন্নত নয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদিায়ী হজ্জকালে আরাফার দনি রোযা রাখনেনি। সহহি বুখারীতে মায়মুনা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দনি রোযা রখেছেনে; নাকি রাখনেনি এ ব্যাপারে কছিু মানুষ সন্দহেে ছলি। তখন আমি তাঁর জন্য এক পয়োলা দুধ পাঠালাম; তখন তনিি আরাফার ময়দানে অবস্থান করছলিনে। তনিি দুধ পান করলনে; লোকেরো তাঁর দকিে তাকয়িে ছলি।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, খণ্ড ২০, প্রশ্ন ৪০৪]

তাই হজ্জপালনকারীর জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা মাকরূহ; মুস্তাহাব নয়। অতএব, উল্লখেতি বক্তা যদি হজ্জপালনকারীকে উদ্দশ্যে করে থাকনে তাহলে তাঁর কথা ঠকি। আর যদি তার উদ্দশ্যে হয় যে, যারা হজ্জ পালন করছে না তাদরে জন্য আরাফার দনি রোযা রাখা শরয়িতসম্মত নয়; তাহলে এটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ইতপিূর্বরে আলোচনায় সহহি সুন্নাতে সাব্যস্ত বষিয়রে বরখলোফ।

আল্লাহই ভাল জাননে।